দৈনিক জনকণ্ঠ

68

তারিখ ... NOV 02 1999 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫ ...

মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অনিয়ম ও দুর্নীতি

"মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ" যা ২২নং ইন্দিরা রোডে স্থাপিত এবং বাংলাদেশ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ হতে মাত্র ৫০-৬০ গজের মধ্যে অবস্থিত। কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন অনিয়ম আর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৯৮ সালের জুন মাসের ২২ তারিখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব পূর্বশর্ত ছিল তার প্রতি কোন প্রকার তোয়াক্কা না করে, কলেজ নামে একটি কাঠামো দাঁড় করিয়ে প্রথম বছর তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালের বিএড শিক্ষাবর্ষে একটিমাত্র কক্ষে যাতে মাত্র ৫০ ছাত্রছাত্রী ক্লাস করতে পারে এবং একটি ছোট কক্ষ যাতে মাত্র ১০-১২ জন বসার ব্যবস্থা রয়েছে, তাতে সম্পূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এবারের শিক্ষাবর্ষে (১৯৯৯-২০০০) বিএড প্রশিক্ষণে প্রায় ৪শ' ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে এবং এমএড কোর্সও চালু করা হয়েছে। এমএড কোর্সেও প্রায় ৫০-৬০ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। যে বিল্ডিংয়ে কলেজটি অবস্থিত এ বছর তার চার তলায় সদ্যসমাপ্ত তিনটি কক্ষ (স্বল্প পরিসর) ভাড়া করা হয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর জন্য কলেজে একটিমাত্র টয়লেট রয়েছে। যাতে প্রায়শই লম্বা লাইন পরিলক্ষিত হয়। ছাত্রীদের জন্য আলাদা কোন টয়লেট নেই। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন কমনরুমও নেই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজের কোন শিক্ষককেই "নিয়োগপত্র" দেয়া হয়নি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদনকৃত নিয়োগপত্রগুলো প্রত্যেক শিক্ষককে দিয়ে "গৃহীত হলো" লিখিয়ে, স্বাক্ষর করে রিসিপ্ট কপি এবং মূল-কপি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা রেখেছে। চাকরির খাতিরে প্রত্যেক শিক্ষক নিয়োগপত্র পেয়েছি, এ কথা মুখে বললেও দেখতে চাইলে কেউই দেখাতে পারবেন না। এমনকি "নিয়োগপত্রে" উল্লিখিত বেতন স্কেলে কোন শিক্ষককেই বেতন প্রদান করা হয় না। শিক্ষকদের প্রতিমাসে মাত্র আড়াই হাজার টাকা হিসাবে বেতন দেয়া হয়। এই কলেজে অধ্যক্ষ, জনৈক অধ্যাপকের যোগসাজশে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জন্মলগ্ন হতেই বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কলেজের অধ্যক্ষ, মালিক কর্তৃপক্ষের দুর্নীতির জাল এতই বিস্তৃত যে, সুনির্দিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে কেউ কথা বলতে সাহস পান না।

কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সব পূর্বশর্ত ছিল, তন্মধ্যে কলেজে একটি গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক। কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারের জন্য একটি বইও ক্রয় না করে, নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হতে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যূনতম ৫০টি করে বই নিয়ে গ্রন্থাগারের বইয়ের তাকগুলো পূর্ণ করেন।

শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার জন্য কলেজের সামনে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় মনোহরী ভাষা ব্যবহার করে ব্যানার টাঙ্গানো হয়। রং বেরঙের পোস্টার, লিফলেট ও বিজ্ঞাপন দেখে ছাত্রছাত্রীরা এই ফাঁদে পা দিয়ে এখানে ভর্তি হয়। ফার্স্টক্লাস পাইয়ে দেয়ার নাম করে অধ্যক্ষ আবার 'টু-পাইস' কামাতেও দ্বিধা করেন না।

অভিযোগ রয়েছে, কলেজের মালিক কর্তৃপক্ষ, কলেজের অধ্যক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যোগসাজশে এখানে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ঘটেছে। এর সঙ্গে মোটা অঙ্কের আর্থিক লেনদেন জড়িত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রেশনের দুর্নীতি অনিয়ম তদন্তে গঠিত কমিটির ন্যায় "তদন্ত কমিটি" গঠন করে যদি "মেট্রোপলিটন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে" সুষ্ঠু, নিরপেক্ষভাবে তদন্তকার্য চালানো হয়, তবে ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়ম উদঘাটিত হবে। তাই, তদন্তসাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক দুর্নীতিবাজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আকুল আবেদন জানাই।

সিরাজুল ইসলাম
ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫।